48

তারিখ 22 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

আজকের কাগজ

শাহজাদপুরে রাজাকারের নামে কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

☐ সাংসদ ও শিক্ষা সচিবসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিশ

জাকিরুল ইসলাম সান্টু : '৭১-এর ঘাতক, স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকারের নামে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ সহকারী জজ আদালতে শাহজাদপুর থানার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজ সেবক একে একরামুল হক, মোঃ সাইফুদ্দিন তারা ও আবু শহিদ শান্ত সম্প্রতি এ মামলা দায়ের করেন। শুনানি শেষে সভাপতি জজ প্রস্তাবিত কলেজ কমিটির সহকারী, সংসদ সদস্য কামরুদ্দিন এহিয়া খান মজলিস, অধ্যক্ষ, শিক্ষা সচিব, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী বোর্ডের সচিব, মহাপরিচালক শিক্ষা অধিদপ্তর ও ডেপুটি ডাইরেক্টরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেছে।

বাদীরা এই মর্মে মামলার আরজীতে উল্লেখ করেন যে, যার নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সে ব্যক্তি সাইফুদ্দিন এহিয়া ১৯৭১ সালে শাহজাদপুর থানায় রাজাকার বাহিনী গঠন করে নারী ধর্ষণ লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ,

মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যার পরিকল্পনা এবং এসব কাজে পাক সামরিক বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে। সে বৃহত্তর পাবনা জেলায় শান্তি কমিটি গঠন করে তার আহবায়ক নির্বাচিত হয় এবং শাহাজাদপুর থানা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলো। আরজিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, শাহজাদপুরবাসী একটি বেসরকারি কলেজ-প্রতিষ্ঠার জন্যে দীর্ঘদিন থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এ জন্যে বাদী একে একরামুল হক শাহজাদপুরের সর্ব শ্রেণীর নাগরিকদের নিয়ে একটি সভা আহবান করেন। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মুসলিম সাধক হযরত শাহ মকসুদ শাহ উদ্দোলার ইয়েমেনি (রাঃ) নামে কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এজন্য স্থানীয় জনগণ অর্থ সাহায্য করতে আগ্রহ দেখান।

ইতিমধ্যে শাহজাদপুর থেকে নির্বাচিত সাংসদ কামরুদ্দিন এহিয়া খান মজলিস গোপনে 'ব্যাগডেট' দিয়ে আরেকটি সভা দেখিয়ে কমিটি গঠন করে। সে কমিটিতে নিজেই সভাপতি হয়ে কলেজের নামকরণ করেন তারই পিতা রাজাকার 'সাইফুদ্দিন এহিয়া খান মজলিস কলেজ'। এই কমিটির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ চাঁদা, সরকারি অনুদান, টি আর গম উত্তোলন ও বিক্রি করে নিজের নামে জমা দেখান। স্থানীয় জনগণ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ রাজাকারের নামে কলেজ প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রতিবাদ

জানায় এবং শাহজাদপুরে হরতাল পালিত হয়। বাদীরা আবেদনে আরো জানান যে বিবাদী কামরুদ্দীন এহিয়া খান মজলিস নিজেও ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। এছাড়া বিবাদী কলেজের কোনো কাগজ পত্র ছাড়াই ইতিমধ্যে ভুয়া ছাত্র ভর্তি দেখিয়েছে। বে-

আইনীভাবে ভূমির মূল্য ১০/১২ গুণ বেশি দেখিয়ে কলেজের নামে দাখিল করেছে। বাদী তার আবেদনে জানান, সাইফুদ্দিন এহিয়া মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার অভিযোগে বিক্ষুব্ধ

স্বাধীনতা প্রিয় জনতা '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের পরে তাকে আটক করে এবং আজও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। জনতার রোষাণলে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে লোক মুখে শোনা যায়।